## ওদের জন্য

লেখিকাঃ ময়ূরী ভট্টাচার্য্য
যোগাযোগঃ mayuri.0.mayuri@gmail.com
পরিচিতিঃ জীবনকে ফিরে ফিরে এবং নতুন করে দেখার নেশায় অনেক কিছু ভাবেন আর অল্প কিছু লেখেন কলকাতার বাঙালী মেয়ে ময়ূরী। বর্তমানে Missouri –র অধিবাসিনী, geospatial sciences এবং earth and atmospheric sciences নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা এবং গবেষণা করছেন। সম্প্রতি জীবনের নতুন আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন শিশুকন্যাকে ঘিরে; ব্যস্ততার পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি, বই পড়া ও গান শোনা পছন্দ করেন ময়ূরী।

সব কিছু ফুরিয়ে গেলে সবচেয়ে বেশী ভারি মনে হয় নিজেকে
আমার জানাগুলো বড় অজানা লাগে
তোমাকে চেনার মুহূর্তগুলোও কখন অচেনা হয়
ভারি বর্ষার মত মেঘলা মন গুম হয়ে পড়ে থাকা অশেষ নির্জনতা
তোমার আমি বড় হীন তোমার মনে
আমার আমি বাঁচার তীব্র লড়াই করি
বিজ্ঞানীরা বলেন অস্তিত্বের সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়।
যোগ্যতম কে?
কোথায়?
মিলনের সুখে তোমায় যোগ্যতম মনে হয়
সাফল্যের মুখে তোমায় যোগ্যতম মনে হয়
তুমি যখন সুর বাঁধো ওদের জন্যে
তোমায় যোগ্যতম মনে হয়
তুমি যখন হাসতে থাকো ওদের জন্যে
তুমি যখন কষ্ট পাও ওদের জন্যে
তুমি যখন আরো সুন্দর হয়ে ওঠো ওদের জন্যে
তোমার আমি বড় একলা হয়ে যাই
হিংসে করে করে
আমার আমি ফুরিয়ে যাই ক্রমে

সব কিছু ফুরিয়ে গেলে বড় বেশি ভারি মনে হয়
নিজেকে...

## না ভোলা

সেদিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে কত আহ্লাদ
অন্ধকারে ঘামতে ঘামতে দেখি
কখন ভুলতে বসেছি সেই না-ভোলা কথাগুলো।
এই প্রথম অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি তোমার চলে যাওয়া
নৈঃশব্দের গভীরে কারা যেন রাত্রি-দিন গুন গুন করে চলে
কেবল করেই চলে।
ছায়ার ভিতরে ও বাইরে কায়াহীন যন্ত্রণা বেড়ে বেড়ে
সরে যায় মায়াময় মুখ আর দু একটা সুখের ছোঁয়া
যেমন করে মুছে গেছে শৈশবের দিন,
মায়ের গায়ের নরম গন্ধ
জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া সবুজ মাঠ,
বৃষ্টিতে ভিজে প্রথম শিহরণ,
আর প্রথম প্রেমের আর্দ্র চুমু।